Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

করোনা ও আম্ফান মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা

সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

মোস্তফা আমির সাব্বিহ

সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

পিরোজপুরঃ ৩১ জানুয়ারী ২০২১

সূচি

- ভূমিকা
- নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে পিরোজপুরের অবস্থা ও অবস্থান
- করোনা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতাঃ মূল্যায়ন কাঠামো ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পিরোজপুর জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ
- করণীয় ও সুপারিশমালা

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাকাংখী ও ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার শেষ বিচারে রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে সেকথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে '*জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন*' সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- চলমান কোভিড-১৯ অতিমারীর অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। কোভিড মহামারী পূর্ব-বিদ্যমান দুর্বলতাগুলি আরও সংকটময় এবং এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে
- এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম (২০২০)-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৩০ কোটি, যা সর্বশেষ জরিপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭) এর প্রায় ২০.১%। সিপিডি (২০২০) প্রাক্কলন করেছে যে এই মহামারী (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩% থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সালে ৩৫% এ উন্নীত করতে পারে। এই "নতুন দরিদ্র”র সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১.৭৫ কোটি

ভূমিকা

- উপকূলীয় অঞ্চল বাংলাদেশের প্রায় ৪৭ হাজার বর্গ কি.মি এলাকা জুড়ে অবস্থিত যেখানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২৪.৬%, ২০১১ সালে) বসবাস করেন
- বাংলাদেশের মোট ১৯ টি জেলা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত
    - এর মধ্যে ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরিশাল, ভোলা এবং বরগুনা অর্থাৎ বরিশাল বিভাগের সব কয়টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত

- ভৌগলিক অবস্থানের পাশাপাশি জলবায়ুগত দুর্বলতার কারণে এই উপকূলীয় জেলাগুলি দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙ্গন, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ, মূলভূমি থেকে সরকারি স্থাপনার দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন

ভূমিকা

- উপকূলীয় জেলাগুলিতে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’ এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে
  - ইউএনডিপি এর রিপোর্ট অনুযায়ী ‘আম্ফান’ ঝড়ে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন নয়টি জেলাসহ মোট ২৬ জেলার প্রায় **১ লাখ ৪৯ হাজার হেক্টর** কৃষি জমি ও মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩২৫ কোটি টাকা
- কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রান্তিক জনগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা (চাল), দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান এবং শিশুখাদ্য বিতরণ, গো-খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি
  - **আমাদের বর্তমান প্রতিবেদনের জন্য আমরা শুধুমাত্র খাদ্য সহায়তা-জিআর (চাল), নগদ সহায়তা-২,৫০০ টাকা এবং জিআর (নগদ) কর্মসূচিকে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করেছি**
- এছাড়াও সরকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান ও অন্যান্য শস্যের বীজ এবং সার বিতরণ করেছে

নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে পিরোজপুরের অবস্থা ও অবস্থান

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত **সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা

ত্রাণ কর্মসূচি (খাদ্য এবং নগদ সহায়তা), কৃষি প্রণোদনা

এসডিজি ২.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে বিপন্ন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী **নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুধা নির্মূল**

এসডিজি ১০.৪। নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও **সামাজিক সুরক্ষা** বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজ সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে পিরোজপুরের অবস্থা

Funded by the European Union

জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

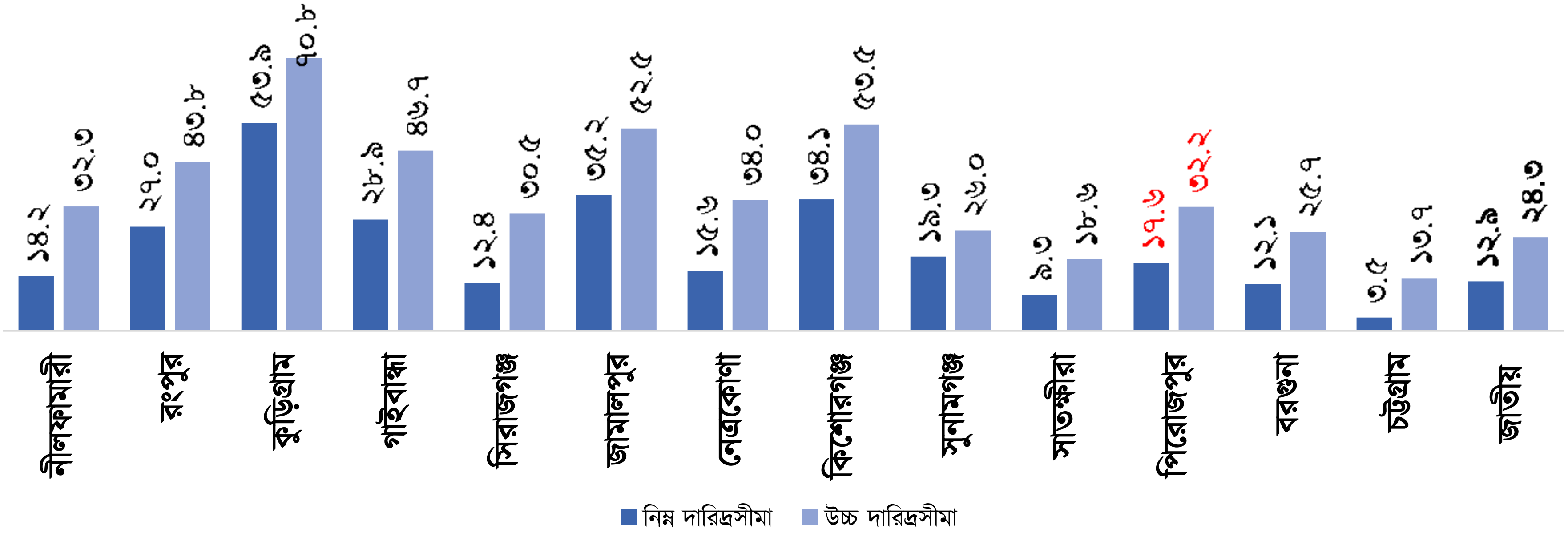

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী পিরোজপুরের জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছুটা উপরে
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যমতে পিরোজপুরের ৭ উপজেলার মধ্যে কাউখালী (৫২.২%), নাজিরপুর (৫১.৫%), নেছারাবাদ (৪৩.৩%) এবং জিয়ানগর-বর্তমান ইন্দুরকানী (৪৯.১%) উপজেলায় দারিদ্রের হার পিরোজপুর জেলার গড়ের (৩২.২%) চেয়ে বেশ উপরে

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজ সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে পিরোজপুরের অবস্থা

- পিরোজপুরের খানাসমূহের আয়ের প্রায় ৩৫% আসে কৃষি খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে যা জাতীয় গড়ের তুলনায় কম।

খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস (%)

জেলা	আত্ম-কর্মসংস্থান (কৃষি)	দিন মজুর (কৃষি)	মোট কৃষি	আত্ম-কর্মসংস্থান (অ-কৃষি)	দিন মজুর (অ-কৃষি)	সেবা	অনান্য
নীলফামারী	১৭.৩	২৮.৩	৪৫.৬	২০.২	২১.১	৯.০	৪.০
রংপুর	২৬.৮	২৫.৫	৫২.৩	১৪.৩	২২.১	৬.১	৫.৪
কুড়িগ্রাম	২৮.৫	৩৮.৩	৬৬.৮	১৭.৩	৮.১	৫.১	২.৮
গাইবান্ধা	২৪.৯	৩২.৩	৫৭.২	১৫.৭	১৪.৮	৭.২	৫.১
সিরাজগঞ্জ	২২.০	২২.৮	৪৪.৮	১৩.৭	১৯.৬	১১.৭	১০.২
জামালপুর	৩৫.৩	২৭.০	৬২.৪	১৬.৪	৭.১	৫.৫	৮.৫
নেত্রকোণা	৩৫.৫	২৮.০	৬৩.৫	১৫.৭	৫.৯	৬.৬	৮.১
কিশোরগঞ্জ	২৫.৮	১৮.২	৪৪.১	১৪.৪	২১.৭	১০.৭	৯.১
সুনামগঞ্জ	৩৫.৬	৩২.৫	৬৮.১	৭.৬	১৩.৩	৩.৩	৭.৪
সাতক্ষীরা	২৭.৩	২৫.৬	৫২.৯	১৯.১	১৫.০	৪.৬	৮.৩
পিরোজপুর	২১.২	১৪.২	৩৫.৪	১১.১	২০.৮	১৪.৯	১৭.৭
বরগুনা	২৪.৭	৮.২	৩২.৯	১৯.৯	২১.৬	৯.৫	১৬.০
চট্টগ্রাম	১৩.৫	৬.৭	২০.২	১৭.১	১২.৯	৩৫.৯	১৪.০
জাতীয়	২৩.২	১৮.৮	৪২.০	১৭.৩	১৪.৩	১৫.২	১১.১

উৎসঃ শ্রমশক্তি ২০১০

নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%)

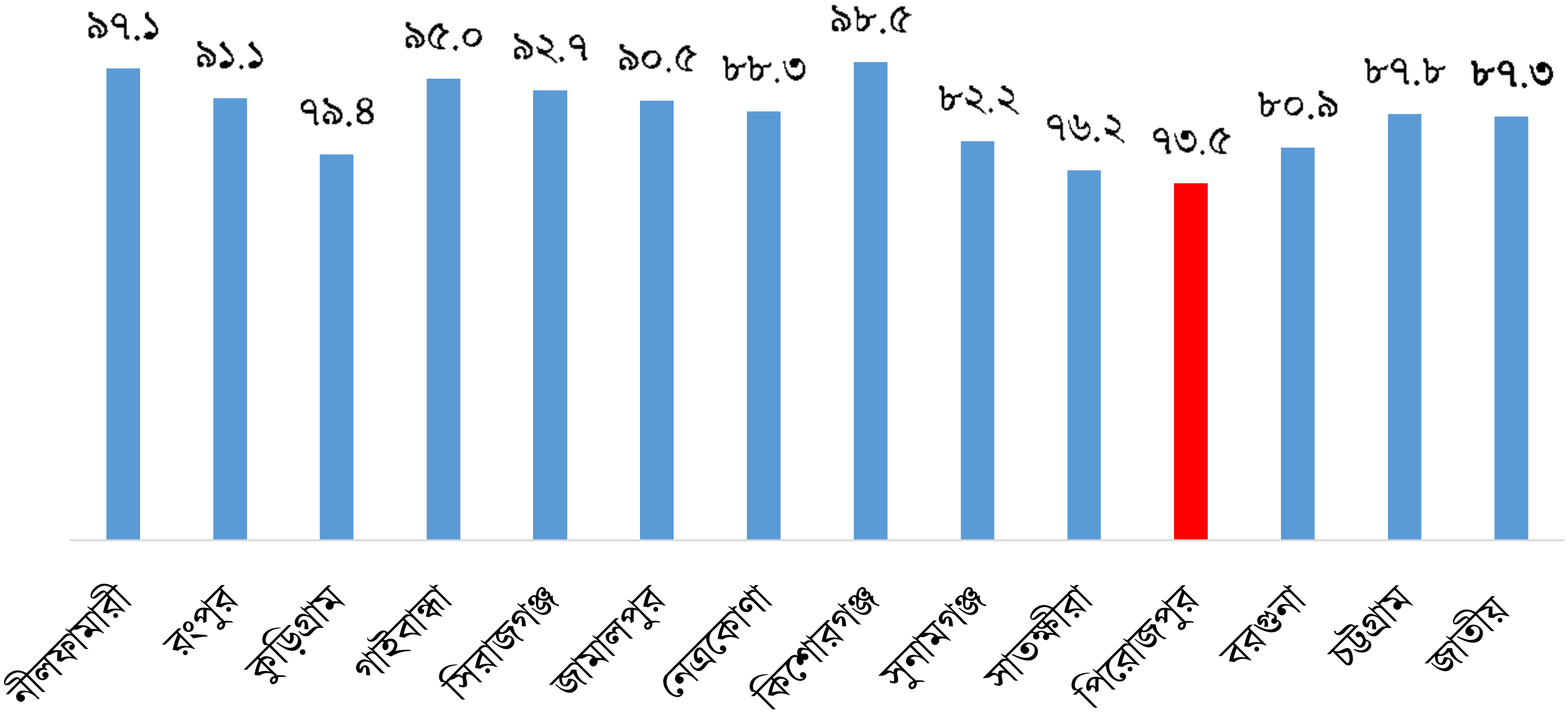

উৎসঃ ACBSS-২০১৭

করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

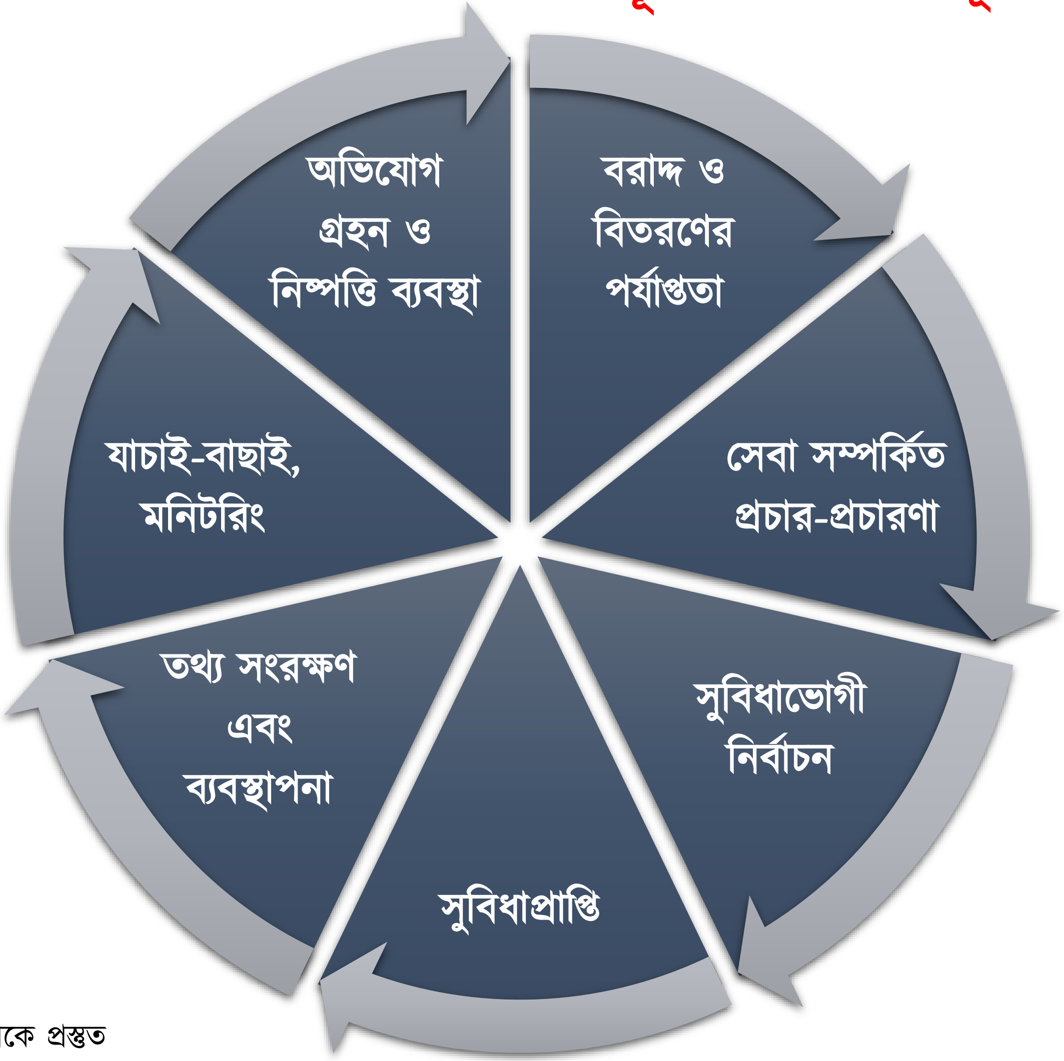

উৎসঃ Rubio ২০১১-এর আলোকে প্রস্তুত

দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

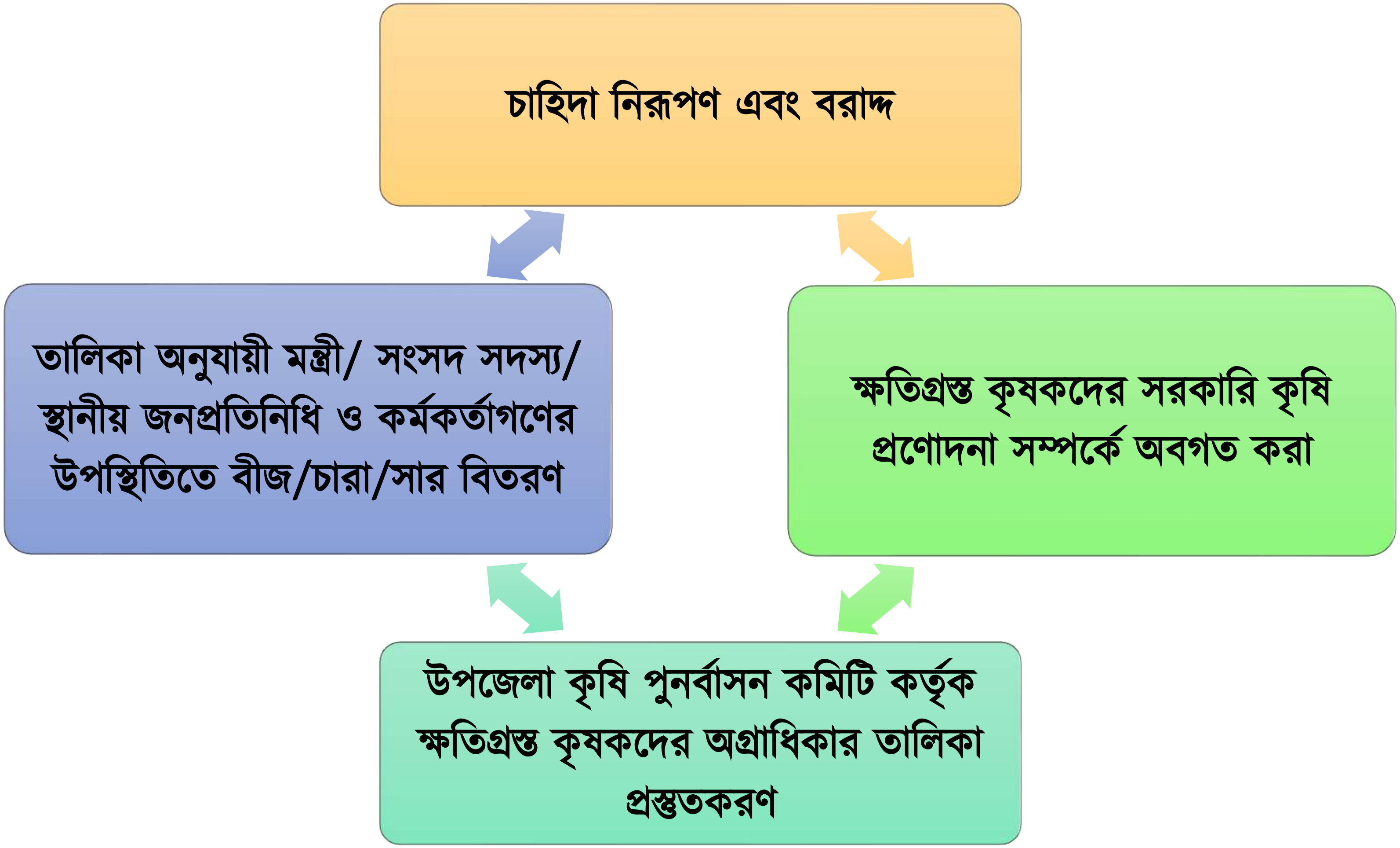

উৎসঃ Authors

প্রতিবেদনের জন্য তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ইন্দুরকানী) থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরনের তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় (পিরোজপুর) থেকে কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- সরকার নির্ধারিত সেবার সাথে চিহ্নিত এলাকায় প্রদত্ত সেবার তুলনা করার জন্য রেফারেন্স হিসেবে "করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০২০", "মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০১২-১৩" এবং নির্বাচিত কৃষি সহায়তা সমূহের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়েছে
- ত্রাণ কর্মসূচি সম্পর্কিত স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য পিরোজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ইন্দুরকানী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া কৃষি সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপ-পরিচালক (জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়), ইন্দুরকানী উপজেলার কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তার সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও তাঁদের কাছ থেকে প্রদত্ত সেবার গুণগত মান সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়
- উপকারভোগীদের মতামতের জন্য ইন্দুরকানী উপজেলার ইন্দুরকানী ইউনিয়নের দুইটি সিবিওর মোট ২০ জন সদস্যের (উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয়) সাথে এফজিডি এর মাধ্যমে করোনা সম্পর্কিত ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন সেবার তথ্য যাচাই করা হয় ও তাঁদের মতামত নেয়া হয়

বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততা

জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) বরাদ্দের উপজেলাওয়ারি বন্টন

উপজেলা	উপজেলায় দারিদ্রের হার (২০১০)	জিআর (চাল) (%)	জিআর (নগদ) (%)
পিরোজপুর সদর	৪২.৭	১৩.৫	২৬.৭
ইন্দুরকানী	৪৯.১	৯.৭	৮.৩
কাউখালী	৫২.২	৯.১	৫.৭
নেছারাবাদ	৪৩.৩	১৮.২	২১.০
নাজিরপুর	৫১.৫	১০.৬	৭.০
ভান্ডারিয়া	৪২.০	১৮.৫	১০.৮
মঠবাড়ীয়া	৩৮.০	২০.৪	২০.৪
মোট	৪৪.১	১০০.০	১০০.০

- উপজেলাওয়ারি বন্টনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় মঠবাড়ীয়া উপজেলায় দারিদ্রের হার সবচেয়ে কম হওয়া স্বত্ত্বেও ত্রাণ বরাদ্দের হারে এ উপজেলা এগিয়ে আছে। অপরদিকে কাউখালী, নাজিরপুর এবং ইন্দুরকানী এই তিন উপজেলায় দারিদ্রের হার তুলনামূলকভাবে বেশী হলেও ত্রাণ বরাদ্দে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে
- ধারণা করা যায়, দারিদ্রের হারের পরিবর্তে উপজেলাওয়ারি বন্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করার কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে

বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততা

- জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) এর উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার
- জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) এর প্রায় পুরো অংশ বিতরণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়
  - খানাপ্রতি বরাদ্দের কিছুটা অপ্রতুলতার কথা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন। সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে ত্রাণের চাল পাবার যোগ্য সবাইকে হয়তো চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া যায়নি। এর প্রমাণ মেলে সিবিও সদস্যদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণের তালিকাভুক্ত না হওয়ার মধ্যে
- ইন্দুরকানী উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২,৫০০ টাকা মানবিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য এমন ৪,০০০ জনের একটি তালিকা জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রেরণকৃত তালিকার মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০% এর কাছাকাছি মানুষ এই সহায়তা পেয়েছেন
  - জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, এই সহায়তার ক্ষেত্রে উপজেলাওয়ারি বন্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছে

পিরোজপুর জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সেবা সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা

- **জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেবা সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণার জন্য মাইকিং ও লিফলেট বিলি করা হয়**
- করোনা ভাইরাসের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজ প্রদান করা হয়
- এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যেও সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা চালানো হয়

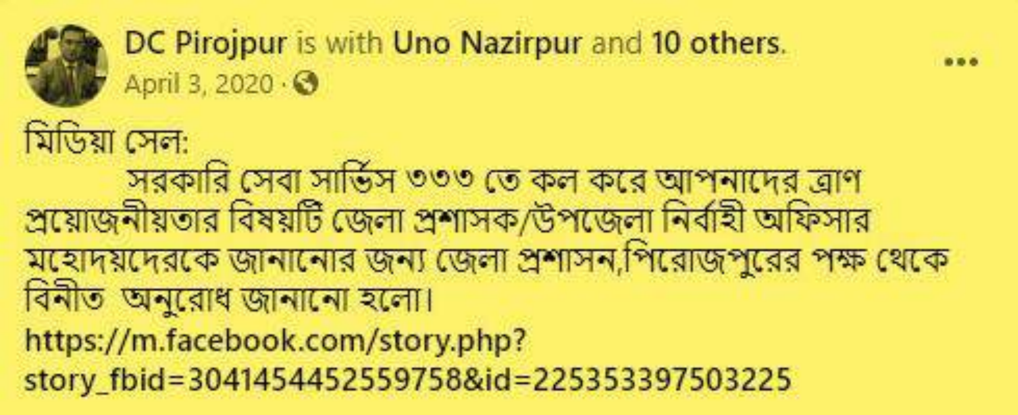
DC Pirojpur is with Uno Nazirpur and 10 others.
April 3, 2020 ·
মিডিয়া সেল:
সরকারি সেবা সার্ভিস ৩৩৩ তে কল করে আপনাদের ত্রাণ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়দেরকে জানানোর জন্য জেলা প্রশাসন,পিরোজপুরের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ জানানো হলো।
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3041454452559758&id=225353397503225

- **ইউনিয়ন পর্যায়ে সিবিও সদস্যদের মাঝে সেবা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায়**
  - সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে এমন সিবিও সদস্যরা ত্রাণ বিতরণের জন্য নির্বাচনের বিভিন্ন মানদন্ড, কার কাছে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে অথবা কিভাবে অভিযোগ দাখিল করা যাবে এসব বিষয়ে অবগত নন। একই সাথে তাঁরা পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণার অভাব রয়েছে বলে জানান
- ত্রাণের জন্য আবেদন এবং ত্রাণ গ্রহনের জন্য নির্ধারিত ‘হটলাইন’ নাম্বার (৩৩৩) সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের তেমন ধারণা নেই
  - এক্ষেত্রে ‘হটলাইন’ নাম্বারগুলো সম্পর্কে ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায় থেকে প্রচারণার ঘাটতি আছে বলে জানানো হয়
  - তাছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট ব্যবহারে পিছিয়ে আছে, যা জেলা পর্যায়ের প্রযুক্তিভিত্তিক এই ভাল উদ্যোগগুলি তাদের কাছে পৌঁছানোতে বিঘ্ন ঘটায়

সুবিধাভোগী নির্বাচন

- **জেলা, উপজেলা উভয় পর্যায় থেকেই জানানো হয় নির্ধারিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) সুবিধাভোগীদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয়**
- ২,৫০০ টাকা সহায়তার তালিকা সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়
    - **সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ মনে করেন**
    - এছাড়া অনেক কম সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা (যেমনঃ পরিবারের যে কারও মোবাইল নাম্বার হলে হবে, যদি না থাকে প্রতিবেশীদের নাম্বার হলেও হবে, আবার নির্বাচিত ব্যক্তির নামে নিবন্ধনকৃত মোবাইল নাম্বারের সাথে বিকাশ নাম্বারের মিল থাকতে হবে ইত্যাদি) সুবিধাভোগী তালিকা সময়মত প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটায়
- সিবিও সদস্যদের সাথে আলোচনায় করোনাকালীন (সাধারণ ছুটি) লকডাউনের সময় কর্মহীন এবং আয়হীন হবার কারণে শহর থেকে গ্রামে চলে আসার পরেও কোনরকম ত্রাণ সহায়তা না পাবার অভিযোগ পাওয়া গেছে

সুবিধাপ্রাপ্তি

- **ডুপ্লিকেশন (একাধিক সুবিধাপ্রাপ্তি) রোধ এবং অধিক মানুষকে ত্রাণ সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য পিরোজপুর সদরে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়**
  - এ উদ্যোগের আওতায় পিরোজপুর পরিসংখ্যান অফিস এবং নির্বাচন অফিসের সহায়তায় পৌরসভা এবং সদর উপজেলায় সমন্বিতভাবে জিআর উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত, বিনিময় এবং যাচাই-বাছাই করা হয় যাতে করে একবার সুবিধালাভকারী দ্বিতীয়বার অন্য কোন স্থান থেকে সুবিধা লাভ করতে না পারেন
  - এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন আবার অন্যজন মোটেই সংগ্রহ করতে পারছেন না এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছিল
  - এছাড়া এনজিওদের প্রণীত তালিকার সাথে সমন্বয়ের ফলে ডুপ্লিকেশন কমানো সম্ভব হয়েছিল বলে জেলা প্রশাসন পর্যায় থেকে জানানো হয়
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় চাল বিতরণের স্থান/গোডাউন খুব বেশী দূরে না হওয়ায় সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় নি
- ২,৫০০ টাকা (নগদ) সহায়তার ক্ষেত্রে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও সাহায্য না পাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০% এর অধিক তালিকাভুক্ত হওয়ার পরেও নগদ টাকা পাননি বলে সিবিওদের পক্ষ থেকে জানানো হয়

তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

- পিরোজপুর জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত ত্রাণ ও মানবিক সেবা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপঃ
  - জেলা পর্যায়ে তাৎক্ষনিকভাবে জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) এর উপজেলাওয়ারী বরাদ্দের সামষ্টিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, যদিও তা পরবর্তিতে উপজেলাসমূহ থেকে সংগ্রহ করে দেয়া হয়েছে
  - ২,৫০০ টাকার তালিকার উপজেলাওয়ারী বিভাজনের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি
  - আলোচ্য তিন কর্মসূচির কোনটির ক্ষেত্রেই উপজেলাওয়ারী বিতরণ ও মজুদের তথ্য পাওয়া যায়নি (জেলা ত্রাণ অফিসের ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষনের অভাব)
  - উপজেলা পর্যায়েও ২,৫০০ টাকার বিতরণের সঠিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে ধারণার অভাব রয়েছে (যদিও খুব সহজেই এর সঠিক ধারণা পাওয়া যাওয়া সম্ভব ছিল)
  - জেলা অথবা উপজেলা কোন পর্যায়েই প্রযুক্তির ব্যবহার (‘হটলাইন’ নাম্বার ব্যবহার করে ত্রাণ সহায়তার আবেদন) এর সামষ্টিক (মোট কতজন ব্যবহার করেছেন) বা বিভাজিত (কোন উপজেলা থেকে কতজন, কোন ধরণের ত্রাণ সেবা) তথ্য সংরক্ষণ এবং এর ব্যবহার এর মাধ্যমে সুবিধাপ্রত্যাশীদের উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যবস্থা বা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নি

যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং)

- ২,৫০০ টাকার সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করে একাধিকবার সংশোধন করা হয়েছিল বলে জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে জানানো হয়। অধিকাংশের প্রাথমিক পর্যায়ে মোবাইল নাম্বার না থাকায় অথবা ভুল নাম্বার দেয়ার কারণে এই সমস্যা হয় বলে জানানো হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাত্র ৭/৮ দিন সময় বেঁধে দিলেও যাচাই বাছাই করে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ১ মাসের মত সময় লেগে যায় এবং শেষ পর্যন্ত জেলাওয়ারী ৭৫,০০০ তালিকার যে লক্ষ্য দেয়া হয় তা কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি
- ত্রাণের চাল বিতরণের সময় যাতে সঠিক পরিমাণে বিতরণ করা হয়, সে উপলক্ষ্যে ট্যাগ অফিসার এবং অনেকক্ষেত্রেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিতরণস্থলে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত ছিলেন বলে জানানো হয়

অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

- অভিযোগ গ্রহণ এবং তার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করার সুযোগ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোন উদ্যোগের প্রসার ঘটেনি
  - উপজেলা অফিসে করোনাকালীন ত্রাণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আসেনি বলে জানানো হয়। কোন 'হটলাইন' অথবা বিরোধ নিষ্পত্তির কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, দূরবর্তী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের যে কোন অভিযোগের জন্য একমাত্র স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপরেই নির্ভরশীল হতে হয়েছে

পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

চাহিদা নিরূপণ ও বরাদ্দ

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং রবি মৌসুমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বীজ বিতরনের নিমিত্তে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি

উপজেলা	মোট কার্ডধারী কৃষক (জন)	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), গম	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), সরিষা	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), সূর্যমুখী	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), চিনাবাদাম	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), মসুর	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), খেসারী	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), টমেটো	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), মরিচ
পিরোজপুর সদর	১১,৮০০	১২.০	১২.৫	১২.৫	১৫.০	১২.৫	১৩.৩	১৩.৩	১৫.০
ইন্দুরকানী	১৫,০৮০	১১.০	১০.০	১০.৫	১০.০	১০.৫	১০.০	১০.০	১০.০
কাউখালী	৮,৬০০	১০.০	১০.০	১০.০	১০.০	১০.৫	১৫.০	১৩.৩	১০.০
নেছারাবাদ	১২,০৩৬	১৩.০	১৩.০	১৩.০	১৫.০	১৩.০	১১.৭	১৬.৭	১৫.০
নাজিরপুর	৩৬,০০০	২১.০	২১.০	২০.০	১৫.০	২০.০	১৩.৩	১৬.৭	২০.০
ভান্ডারিয়া	৯,৩০০	১৩.০	১২.৫	১২.৫	১৫.০	১২.৫	১৬.৭	১৩.৩	১০.০
মঠবাড়ীয়া	৩৮,২০০	২০.০	২১.০	২১.৫	২০.০	২১.০	২০.০	১৬.৭	২০.০
মোট	**১৩১,০১৬**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উৎসঃ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়

- জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় থেকে কৃষি পুনর্বাসনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে মোট কার্ডধারী কৃষক এবং উপজেলাওয়ারী প্রাপ্ত কৃষকের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে উপজেলাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি বা ফসল উৎপাদনের বিন্যাস (প্যাটার্ন) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় নি

চাহিদা নিরূপণ ও বরাদ্দ

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং রবি মৌসুমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বীজ বিতরনের নিমিত্তে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি

উপজেলা	মোট কার্ডধারী কৃষক (জন)	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), গম	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), সরিষা	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), সূর্যমুখী	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), চিনাবাদাম	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), মসুর	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), খেসারী	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), টমেটো	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%), মরিচ
পাড়েরহাট	৩,১৯৪	২৩.৬	২০.০	২৩.৮	২০.০	২৩.৮	২০.০	২০.০	২০.০
পত্তাশী	৬,০৭১	১৮.২	২০.০	১৯.০	২০.০	১৯.০	২০.০	২০.০	২০.০
ইন্দুরকানী +বালিপাড়া +চন্ডিপুর	৫,৮১৫	৫৮.২	৬০.০	৫৭.১	৬০.০	৫৭.১	৬০.০	৬০.০	৬০.০
মোট	১৫,০৮০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়

- ইন্দুরকানী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় থেকে কৃষি পুনর্বাসনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে মোট কার্ডধারী কৃষক এবং ইউনিয়নওয়ারী প্রণোদনা প্রাপ্ত কৃষকের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় নি। এক্ষেত্রে গড়ভিত্তিকভাবে বরাদ্দের বিভাজন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়
- এক্ষেত্রেও ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা বা ফসল উৎপাদনের বিন্যাস (প্যাটার্ন) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় নি

পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

চাহিদা নিরূপণ ও বরাদ্দ

২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে হাইব্রিড বোরো ধান বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বীজ বিতরনের নিমিত্তে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

উপজেলা	মোট কার্ডধারী কৃষক (জন)	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%)	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
পিরোজপুর সদর	১১,৮০০	১৬.৭	১২.৭	৫০৮.০
ইন্দুরকানী	১৫,০৮০	১০.০	৭.৬	৫০৮.০
কাউখালী	৮,৬০০	৬.৭	৫.১	৫০৮.০
নেছারাবাদ	১২,০৩৬	২৩.৩	১৭.৮	৫০৮.০
নাজিরপুর	৩৬,০০০	১৬.৭	১২.৭	৫০৮.০
ভান্ডারিয়া	৯,৩০০	১০.০	৭.৬	৫০৮.০
মঠবাড়ীয়া	৩৮,২০০	১৬.৭	১২.৭	৫০৮.০
মোট	১৩১,০১৬	১০০.০	৭৬.২	৫০৮.০

উৎসঃ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়

- জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত কৃষি প্রণোদনার তথ্য বিশ্লেষণে মোট কার্ডধারী কৃষক এবং উপজেলাওয়ারী প্রাপ্ত কৃষকের হারের মধ্যে কিছুটা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ নেছারাবাদ এবং পিরোজপুর সদরে মোট কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও হাইব্রিড বোরো ধানের বীজ পেয়েছেন কৃষকের হার বেশী ছিল
- এক্ষেত্রে উপজেলাভিত্তিক ফসল উৎপাদনের বিন্যাস (প্যাটার্ন) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় নি

২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে হাইব্রিড বোরো ধান বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বীজ বিতরনের নিমিত্তে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

উপজেলা	মোট কার্ডধারী কৃষক (জন)	প্রাপ্ত কৃষকের হার (%)
পাড়েরহাট	৩,১৯৪	২০.০
পত্তাশী	৬,০৭১	৪০.০
ইন্দুরকানী+বালিপাড়া+চন্ডিপুর	৫,৮১৫	৪০.০
মোট	**১৫,০৮০**	**১০০.০**

উৎসঃ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়

- অপরপক্ষে ইন্দুরকানী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে মোট কার্ডধারী কৃষক এবং ইউনিয়নওয়ারী প্রাপ্ত কৃষকের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়
- তবে এক্ষেত্রেও ইউনিয়নভিত্তিক ফসল উৎপাদনের বিন্যাস (প্যাটার্ন) বিবেচনায় নিয়ে বিতরণের বিভাজন করার তেমন সুযোগ ছিল না বলে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস থেকে জানানো হয়। যদিও উপজেলায় বোরোর উৎপাদনের এলাকা পূর্বের ১০০ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ হেক্টর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে

পর্যবেক্ষণ (স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

- জেলা এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় থেকে জানানো হয় অনেক সময় কেন্দ্র থেকে যেই বরাদ্দগুলো আসে তা স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্ষয়ক্ষতির যে প্রতিবেদন পাঠানো হয় (কৃষি জমি, শস্য) এবং স্থানীয় যে ফসল উৎপাদনের বিন্যাস থাকে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এর ফলে একদিকে যেমন চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় রাখা যায় না অন্যদিকে অনেক অপচয় হয়। যেমনঃ পিরোজপুরে 'বিলম্বিত' আমন হয়, এ কারণে অন্য কোন শস্য জমিতে ফেলার জন্য জমি ফাঁকা পাওয়া যায় না
- অনেক ক্ষেত্রে কি ধরনের সহায়তা এবং কোন শস্যের জন্য সহায়তা আসছে তার সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে সম্যক ধারণা না থাকায় এবং পূর্বপ্রস্তুতির অভাবে যথাযথ বিতরণ নিশ্চিত করা যায় না
- কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনার আওতায় প্রদত্ত সার ও বীজ অনেকসময়ই কেন্দ্র থেকে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সময়মত আসে না বিধায় তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকসময়ই কৃষক তার চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ফসলের বীজ পান না বলে অভিযোগ এসেছে
- প্রণোদনার সহায়তা দিয়ে চাহিদার ৬০% এর মত মেটানো সম্ভব হয় বলে জেলা এবং উপজেলা পর্যায় থেকে জানানো হয়

পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

পর্যবেক্ষণ (স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

- জনগণ কৃষি প্রণোদনা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য মূলত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপর মূলত নির্ভরশীল। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন
  - এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে প্রচার-প্রচারণার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে এবং ব্লক সুপারভাইজাররা সবক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সুবিধাপ্রত্যাশী কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা প্রস্তুত করেন না বলেও সিবিওদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে উপজেলা থেকে জানানো হয় ইচ্ছা থাকলেও তীব্র কর্মী সংকটের কারণে তারা সকলের কাছে পৌঁছাতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপঃ ইন্দুরকানীতে ৯ জন এসএও এর প্রয়োজন থাকলেও মাত্র ৩ জন কর্মরত আছেন
- পিরোজপুর জেলায় সর্বশেষ ২০১৪ সালে কৃষিকার্ড বিতরণ করা হয়েছিল। সরকারি কৃষি সহায়তা নিতে এর প্রয়োজন পড়ে যার কারণে অনেকক্ষেত্রেই যোগ্য কিন্তু বিনা কার্ডধারী কৃষক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন
- এছাড়া নদীভাঙ্গনের শিকার ভিটা এবং কৃষি জমি হারানো প্রান্তিক জনগণ জামানত দিতে পারেন না। এ কারণে অনেকেই কৃষি ঋণের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হন। তবে উপজেলা পর্যায় থেকে জানানো হয় করোনা-পরবর্তী কৃষি ঋণ প্রদানে ব্যাংক বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং সোনালী ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে অনেক কৃষককেই ঋণ দেয়া হয়েছে
- সরকারি ও বেসরকারি (জিও-এনজিও) সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে, যেকারণে কিছুক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি (ডুপ্লিকেশন) লক্ষ্য করা গিয়েছে

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

করোনা ও 'আম্ফান' মোকাবেলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে

করোনা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি

১। **বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততাঃ** বরাদ্দকৃত ত্রাণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট উদ্যম এবং স্বচ্ছতার সাথে বিতরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, সামগ্রিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের সুযোগ আছে

২। **সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণাঃ** ত্রাণ সেবা সম্পর্কিত 'হটলাইন' নাম্বারগুলো সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী ও সুবিধাপ্রত্যাশীরা এখনও সচেতন নন। এক্ষেত্রে সরকার বা বেসরকারি পর্যায় থেকে প্রচারণার ঘাটতি প্রধান অন্তরায়

৩। **সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ** স্থানীয়, বিশেষ করে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে, নির্বাচন প্রক্রিয়া (বিশেষ করে নগদ অর্থ সুবিধার ক্ষেত্রে) অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয়নি। এক্ষেত্রে প্রচারণায় ঘাটতি আছে। তাছাড়া স্বেচ্ছা আবেদনের খুব বেশী সুযোগ ছিল না। পরিষেবা প্রদানকারীদের তথ্যমতে সীমিত সময়, পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা এবং করোনার কারণে অন্য অনেক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মত করে প্রচার প্রচারণা বা উঠান বৈঠক করে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা সম্ভব হয় নি

৪। **সুবিধাপ্রাপ্তিঃ** জিও-জিও এবং কিছুক্ষেত্রে জিও-এনজিও সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণে ডুপ্লিকেশন রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। সেবা প্রাপ্তির স্থানও খুব বেশী দূরে না হওয়ায় ত্রাণ প্রাপ্তিতে সুবিধাভোগীদের তেমন কোন অসুবিধা হয় নি বা অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায় নি। তবে ২,৫০০ টাকার ক্ষেত্রে কারিগরি জটিলতার কারণে অনেকে তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নগদ সহায়তা পান নি

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

৫। তথ্য সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনাঃ ত্রাণ সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (যেমনঃ উপজেলা ও ইউনিয়নওয়ারী বরাদ্দ, বিতরণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা, 'হটলাইন' এর ব্যবহার) সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত 'ডাটাবেজ' না থাকা প্রধান অন্তরায় ছিল

৬। যাচাই-বাছাই ও মনিটরিংঃ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং বিতরণ স্থলে ট্যাগ অফিসারের সার্বক্ষণিক উপস্থিতিসহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রাণ সম্পর্কিত যাচাই-বাছাই ও মনিটরিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল

৭। অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থাঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির কোন প্রযুক্তি নির্ভর এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেই

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি

১। **চাহিদা নিরূপণ এবং বরাদ্দঃ** সার ও বীজের বরাদ্দের সাথে দুর্যোগের কারণে স্থানীয় পর্যায়ের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির সাথে সামঞ্জস্য থাকে না এবং অনেকসময়ই তা সময়মত আসে না। স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা, ফসল উৎপাদনের বিন্যাস অনুযায়ী বরাদ্দ না আসায় সরকারি সহায়তা অনেক অপচয় হয়। এছাড়া একই শস্যের ক্ষেত্রে দুই সেবার আওতায় (পুনর্বাসন ও প্রণোদনা) দুই ধরনের সুবিধা (কোন ক্ষেত্রে শুধু বীজ এবং কোন ক্ষেত্রে বীজ এবং সার উভয়) কৃষকদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

২। **ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে কৃষি প্রণোদনা সম্পর্কে জানানোঃ** সেবাপ্রদানকারীদের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা এবং নিজস্ব উদ্যোগের অভাব রয়েছে

- অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন না করা এবং সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের সময় তাদের যথাযথ উপস্থিতি না থাকার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে তীব্র কর্মী সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়

৩। **ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ** জেলা/উপজেলার তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে পুনর্বাসন এবং প্রণোদনা উভয় সহায়তার ক্ষেত্রেই কার্ডধারী কৃষকদের মধ্য থেকেই অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু সর্বশেষ ২০১৪ সালে কৃষিকার্ড বিতরণ করা হয়েছিল সেজন্য অনেকক্ষেত্রেই যোগ্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু বিনা কার্ডধারী কৃষক অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি এবং সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জিও-এনজিওদের সমন্বয়ের অভাবে কিছুটা ডুপ্লিকেশন হয়েছে

করণীয় ও সুপারিশমালা

বিভিন্ন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পিরোজপুরে সরকারি ত্রাণ ও কৃষি কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনার দাবি রাখেঃ

ত্রাণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে

১। বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সুচকের উপর নির্ভর না করে স্থানীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের হার, জনসংখ্যা, বেকারত্বের হার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বহুমাত্রিক মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক সূচকসমৃদ্ধ একটি বিশদ তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেস) গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। এতে স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম হাতে নেয়া সহজতর হবে

২। ত্রাণ সেবা সংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমনঃ হটলাইন/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক ‘হটলাইন-৩৩৩’/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন
- এক্ষেত্রে সিবিও সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই ‘হটলাইন’ সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মাঝে তুলে ধরবেন এবং এর অপব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এর নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরবেন
- সিবিও সদস্যরা এর ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে উৎসাহিত করবেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণার পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচারণা করতে সক্ষম হন
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তাঁরা সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচারণা কার্যক্রম ভালোভাবে করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন
- করোনার মত বিপর্যয়ের সময়ে যারা ‘নতুন দরিদ্র’ দের কাতারে যোগ দেন তাদের ঝুঁকি ও প্রয়োজনকেও স্থানীয় পর্যায়ে বিবেচনায় রাখতে হবে
- স্বেচ্ছা আবেদন এবং তালিকাভুক্তির সুযোগ রাখা

৪। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ২,৫০০ টাকার মত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এর অধিকতর কার্যকারিতার জন্য তালিকাভুক্ত হওয়া বা সেবা পাবার শর্তের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প রাখা

- যাদের মোবাইল নাম্বার থাকবে তাদের মোবাইলে নগদ অর্থ ট্রান্সফারের ব্যবস্থা রাখা এবং যাদের মোবাইল নাম্বার থাকবে না, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে বা হাতে হাতে নগদ অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা রাখা

করণীয় ও সুপারিশমালা

৫। ত্রাণ সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (যেমনঃ উপজেলা ও ইউনিয়নওয়ারী বরাদ্দ, বিতরণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা, 'হটলাইন' এর ব্যবহার) ডাটাবেসে সংরক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা

৬। উপজেলা পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় এনজিও এবং সিএসওসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে নিজ নিজ কর্মএলাকায় ত্রাণ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত হতে পারে; অন্যদিকে সরকারি কার্যক্রমেও জন্য স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও-কে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রাখা যায়

৭। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখতে হবে

- ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা অফিসের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি 'ত্রাণ বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি' গঠন করা যারা নিয়মিতভাবে এবং প্রয়োজন মাফিক কাজ করবেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা সহায়তার ক্ষেত্রে

৮। সরকারি সহায়তার অধিকতর কার্যকর ব্যবহার এবং অপচয় রোধে সার ও বীজের বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির নিরীখে এবং স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা, ফসল উৎপাদনের বিন্যাস অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করতে হবে

- যেহেতু আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায় তাই ১/২ মাস আগে থেকেই স্থানীয় চাহিদার তথ্য নিয়ে সে অনুযায়ী সার ও বীজের মজুদ নিশ্চিত করা যেন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত সময়ে ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ করে বরাদ্দ ও বিতরণের অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়
- সেবাসমূহের পরিকল্পনা প্রনয়ণের সময় দুই ধরনের সহায়তার আওতায় একই শস্যের ক্ষেত্রে যেন দুই ধরণের সুবিধা না দেয়া হয় এবং কৃষকদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করা

৯। ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক একটি তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেস) তৈরি করতে হবে, যেখানে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদনের যাবতীয় তথ্য নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হতে থাকবে। এতে করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য দেয়া ও যোগ্য ব্যক্তি চিহ্নিত করা সহজতর হবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে

করণীয় ও সুপারিশমালা

১০। সরকারি কৃষি প্রণোদনাসমূহ যেন দুর্যোগে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে পৌঁছায় তা নিশ্চিতে জিও-এনজিও সমন্বয় বৃদ্ধি করা

- এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মীদের নিয়ে যে সাপ্তাহিক সভা হয় সেখানে সিএসও এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়মিত (অন্ততপক্ষে মাসিক ভিত্তিতে) অংশগ্রহণের সুযোগ করতে হবে
- আলোচ্য কমিটি সরকারি কৃষি সহায়তা সম্পর্কে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবগত করতে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাবেন এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন

১১। কৃষকের তালিকা হালনাগাদ করে নতুনভাবে কৃষিকার্ড বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে। নির্ধারিত সময় পরপর তালিকা হালনাগাদকরণ এবং হালনাগাদকৃত তালিকার ভিত্তিতে কৃষিকার্ড বিতরণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

- এই উদ্দেশ্যে 'কৃষি বাতায়ন' আধুনিকীকরণ সম্পর্কিত একটি চলমান প্রকল্পের দ্রুততর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে

১২। নিবিড় তদারকির ভিত্তিতে কৃষকের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে এলাকাস্থ এনজিও সমূহের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে

১৩। কৃষি সহায়তাসমূহ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত সরকারি চাকুরীর নিরীখে কৃষি কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে

ধন্যবাদ